সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৮তম বর্ষ ❑ চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩১, আগস্ট-সেপ্টেম্বর-২০২৪ ❑ পৃষ্ঠা ৮

মাটির পরীক্ষার গুরুত্ব ও সুষম সার ব্যবহার শীর্ষক কৃষক ... ২

খুলনার ডুমুরিয়াতে প্রায় কোটি টাকার আগাম সবজি উৎপাদন ... ৩

পাবনায় বায়োফার্টিফাইড শস্য উৎপাদন ও স্কেলিং এর ... ৪

ময়মনসিংহ সদরে আগাম শীম চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের ... ৫

কৃষি উপদেষ্টার সাথে চীনা রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সচিবালয়ের অফিস কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এর সাথে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সচিবালয়ের অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমান, যুগ্মসচিব মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন, চীনা দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সেলর সং ইয়াং, হেড অব অ্যাডমিনিসট্রেশন জিয়ান ই, পুলিশ লেইজুন অফিসার ঝাঁও ই, পলিটিক্যাল এটাচে লিয়াং শুয়িং উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, চীন আমাদের সবচেয়ে পুরনো ও পরীক্ষিত বন্ধু। চীনের সাথে সকল ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশাবাদী। সাক্ষাৎকালে চীনা রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ হতে আম, কাঁঠাল, পেয়ারাসহ বিভিন্ন মৌসুমি ফল আমদানিতে তার দেশের আগ্রহের কথা জানান। কৃষি উপদেষ্টা আগামী মৌসুমে চীনে মৌসুমি ফল রপ্তানি করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চীনা রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বসবাসকারী চীনা নাগরিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগের কথা জানালে উপদেষ্টা তাদের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিতের কথা জানান। চীনের অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায় দেশে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অফিস, স্থাপনা ও সামগ্রীর নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও উপদেষ্টা তা জানাতে বলেন। মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা জানান, বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যায় ৪০টিরও বেশি জেলায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এটি কাটিয়ে উঠতে তিনি চীনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। উপদেষ্টা বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতিতে চীন সব সময় পাশে থাকবে বলে প্রত্যাশা করেন। (মঙ্গলবার, ২৭ আগস্ট ২০২৪), *সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

২৮-৪২তম পর্যন্ত বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে ২৮-৪২ তম পর্যন্ত বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন দেশের সার্বিক কৃষিকে এগিয়ে নিতে সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের কৃষিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে কৃষিকে এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আকস্মিক বন্যাকবলিত জেলাসমূহে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তাগণের ছুটি বাতিল করে কর্মস্থলে অবস্থান করার নির্দেশনা-কৃষি সচিব

আকস্মিক বন্যাকবলিত জেলাসমূহে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব কর্মকর্তাগণের ছুটি বাতিল করে কর্মস্থলে অবস্থান করা এবং এ সময় বন্যাকবলিত এলাকায় কৃষকদের সেবা প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২২ আগস্ট ২০২৪ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এ নির্দেশনা প্রদান করেন। ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে আকস্মিক এ বন্যায় আক্রান্ত ফসলি জমির পরিমাণ: মুন্সীগঞ্জে ২৩০.৭ হেক্টর, সিলেট ৩৩৮৯ হে., মৌলভীবাজারে ৪৩২৭১ হে., হবিগঞ্জ ৬৮৯৪হে., চট্টগ্রামে ১২০৮৯ হে., কক্সবাজারে ৪২৮৯ হে., নোয়াখালীতে ৩৬৭৪৫ হে, ফেনীতে ৩১৫৪৫ হে., লক্ষ্মীপুরে ৯৪৭৮ হে., কুমিল্লায় ৬৫১৩৫ হে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৬৪১৪ হে. এবং চাঁদপুরে ১০৯২২ হেক্টর। আক্রান্ত ১২টি জেলার মোট ফসলের ক্ষতির পরিমাণ আউশ ৬৮,২০৯ হে., আমন ১,৩৮,৬১৯ হে., বোনা আমন ৫৭০ হে., রোপা আমন বীজতলা ১২৯১০ হে., শাকসবজি ৯ ৫১৯ হে., আখ ৩৮৪ হে. এবং পান ১৯১ হেক্টর। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে কৃষকদের জন্য বন্যাপরবর্তী সময়ে উঁচু এলাকায় আপৎ কালীন নাবী জাতের রোপা আমন বীজতলা তৈরি, ভাসমান বীজতলা তৈরি, স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উফশী জাত আবাদ, স্বল্পমেয়াদি রোপা আমন রোপা আমন ধানের (ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮৭)

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মাটির পরীক্ষার গুরুত্ব ও সুষম সার ব্যবহার শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল হালিমসহ অন্যান্য অতিথি ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

কৃষকের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে এবং সচেতনতা বাড়াতে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর কর্তৃক ১৮ জুলাই ২০২৪ খ্রি. তারিখে 'মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব ও সুষম সার ব্যবহার' বিষয়ক ১ দিনের কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল হালিম, বিভাগীয় গবেষণাগার রংপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) এ, কে, এম, আমিনুল ইসলাম এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ মোস্তফা আলী হাসান। অতিথিবৃন্দ মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান ও কৃষিসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকের সাথে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোছাঃ আরিফুন্নাহার। আরও উপস্থিত ছিলেন খাপরিখাল ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রহমান। প্রশিক্ষণে ৫০ জন কৃষককে সহজে ভেজাল সার শনাক্তকরণ এবং মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি হাতেকলমে দেখানো হয়। বক্তাগণ সারের সুষম ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা, টেকসই ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে কৃষকদের মাঝে সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়।

কৃষিবিদ মো. শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

বরিশালে জেলা কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. মুরাদুল হাসান, উপপরিচালক, ডিএই

বরিশাল নগরীর খামারবাড়িতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উদ্যোগে বরিশালে জেলা কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা ১৫ জুলাই ২০২৪ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএইর উপপরিচালক মো. মুরাদুল হাসান। ডিএইর অতিরিক্ত উপপপরিচালক (শস্য) মো. মুসা ইবনে সাঈদের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের যুগ্ম পরিচালক (সার) মো. আসাদুজ্জামান, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. রফিকুল ইসলাম, ডিএইর জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মোসাম্মৎ মরিয়ম, ডিএইর উপ পপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) মো. রেজাউল হাসান, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কাজী আমিনুল ইসলাম, হিজলার উপজেলা কৃষি আফিসার আহসানুল হাবীব আল আজাদ জনি, উজিরপুরের উপজেলা কৃষি আফিসার কপিল বিশ্বাস, গৌরনদীর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. সেকেন্দার শেখ, গৌরনদীর অতিরিক্ত কৃষি অফিসার শাহ মো. আরিফুল ইসলাম, কৃষি প্রকৌশলী মো. মশিউর রহমান, উজিরপুরের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. মাহমুদুল হাসান, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক প্রমুখ। সভায় চলতি মৌসুমে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং এর সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরে জেলার মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সিলেটে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৪-এর শুভ উদ্বোধন

সিলেট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সিলেট বন বিভাগের আয়োজনে "বৃক্ষ দিয়ে সাজাই দেশ, সমৃদ্ধ করি বাংলাদেশ" এ প্রতিপাদ্যকে উপলক্ষ্য করে সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে ৩১ আগস্ট বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৪ শুভ উদ্বোধন করা হয়। এর আগে, বেলা ১১টায় সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে এসে শেষ হয়। প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য মেলা উন্মোক্ত থাকবে। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (১৫ দিনব্যাপী) পর্যন্ত এ মেলা চলবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুবর্ণা সরকার, জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) সিলেটের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন-হুমায়ুন কবির, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন

আবু আহমদ ছিদ্দীকী, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট। তিনি বলেন 'গাছ আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়লে আমরা কেউ বাঁচতে পারব না। গাছ অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদের সুজলা-সুফলা দেশ নানান বৃক্ষে সাজানো। এটি মহান সৃষ্টিকর্তার অবদান। এই অবদানকে গুরুত্ব দিয়ে বেশি বেশি গাছ লাগিয়ে মানসম্মত বসবাসযোগ্য সুন্দর একটি দেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার'।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাহবুব রহমান, পুলিশ সুপার, সিলেট; জেদান আল মুসা, ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ; জাবেদুর রহমান, ডিসি নর্থ, মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি), সিলেট। এ সময় সিলেট জেলার বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, বৃক্ষপ্রেমী এবং সাধারণ জনগণ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

খুলনার ডুমুরিয়াতে প্রায় কোটি টাকার আগাম সবজি উৎপাদন

খুলনার ডুমুরিয়ার ১৪টি ইউনিয়নে এবার আগাম শীতকালীন সবজি আবাদে বাম্পার ফলন হয়েছে। সবজি উৎপাদন কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এসব সবজি উৎপাদনে নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতা পেয়েছেন কৃষক ও কৃষি কর্মকর্তারা। সারা বছরই এখানে শাক সবজির আবাদ হয়, তবে বেশি আবাদ হয় শীতকালীন সবজি। অনুকূল আবহাওয়ায় সবজির ভালো ফলন ও বাজারে দাম ভালো পাওয়ায় লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে এসব সবজি। ঘেরের পাড় ও মাঠে লাউ, শিম, ফুলকপি, বেগুন, বাঁধাকপি, পদকপ্রাপ্ত দেশসেরা কৃষক আবু হানিফ মোড়ল জানান, এবার আগাম শাক সবজির ভালো ফলন হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, শিম, বেগুন, লালশাক, শসা চাষ করে ভালো ফলন পেয়েছেন বাজারে দামও ভালো পেয়েছেন তিনি। শোভনার মলমলিয়া গ্রামের কামাল বাওয়ালী জানান, আগাম শাক সবজির এবার বাম্পার ফলন হয়েছে। ৬ বিঘা ঘেরের ভেড়িতে এবার শিম, করলা, শশা চাষ করে ভালো ফলন ও দাম ভালো পেয়েছেন। ডুমুরিয়া উপজেলা কৃষি অফিসার ইনসাদ ইবনে আমিন বলেন, এবার প্রায় ৯শত হেক্টর জমিতে আগাম শীতকালীন শাক সবজির আবাদ হয়েছে। কৃষি

করলা/উচ্ছে, শসা, মরিচসহ নানান সবজির চাষ ও পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে কৃষকেরা নিরাপদ ও বালাইমুক্ত সবজি উৎপাদন করছেন। কৃষকদের কষ্টার্জিত এসব সবজি বিদেশে রপ্তানি হওয়ায় তারাও দারুণ খুশি। ভালো সবজি উৎপাদনের পাশাপাশি ডুমুরিয়ায় গড়ে উঠেছে শাক সবজির পাইকারি বাজার। দেশের নানা প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা এসে এসব সবজি নিয়ে যাচ্ছেন।

উপজেলার বরাতিয়া গ্রামের কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে শাক সবজিতে বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষকেরা আগাম সবজিতে দামও ভালো পাচ্ছেন। ডুমুরিয়ার সবজি স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে সরাসরি ঢাকার কাওরান বাজারে যাচ্ছে। নিরাপদ সবজি উৎপাদন করছেন কৃষকেরা। এসব সবজি ইতালি, ইংল্যান্ড, কোরিয়ায় রপ্তানি হয়। এবার প্রায় কোটি টাকা মূল্যের আগাম শাকসবজি ডুমুরিয়াতে উৎপাদন করা হয়েছে।

মো: আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

পাবনায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ সরকার সফি উদ্দীন আহমদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, পাবনার আয়োজনে উপপরিচালকের কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হলে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের ২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ২২ আগস্ট ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে পাবনা জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মোঃ সাইফুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ সরকার সফি উদ্দীন আহমদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ সাইফুজ্জামান।

প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলায় জুলাই ২০২০খি. হতে ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত জিওবি এর অর্থায়নে ৩০২০০৬.৮৫ (লক্ষ) টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্য কৃষিকে বাণিজ্যিকভাবে অধিকতর লাভজনক করা। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে ফসলের ১০-১৫% অপচয় রোধ, চাষাবাদের সময় ২০% অর্থ সাশ্রয় এবং কৃষি যন্ত্রপাতির ৫০% কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে প্রকল্পটি। প্রকল্পটি ৫০-৭০% ভর্তুকিতে কৃষিযন্ত্র বিতরণ করছে। যন্ত্র বিতরণের পাশাপাশি কৃষিযন্ত্র মেলা, মেকানিক ট্রেনিং, কৃষিযন্ত্র টেস্টিং সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অন্যান্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে মর্মে অবহিত করেন প্রকল্প পরিচালক।

আহমেদ আলী, কৃতসা, পাবনা

পুষ্টি কর্নার : আমলকী

আমলকীতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকীতে মোট জলীয় অংশ ৯১.৪ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, হজম যোগ্য আঁশ ৩.৪ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ১৯ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৯ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ৩.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিনসি ৪৬৩ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। আমলকীর রস যকৃৎ, পেটের পীড়া, হাঁপানি, কাশি, বহুমূত্র, অজীর্ণ ও জ্বও নিরাময়ে বিশেষ উপকারী। বাংলাদেশে বাউ আমলকী-১ ও বারি আমলকী-১ নামে আমলকীর দুটি অনুমোদিত জাত রয়েছে। আমলকী মুখের রুচি ও হজমশক্তি বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

-কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

পাবনায় বায়োফার্টিফাইড শস্য উৎপাদন ও স্কেলিংয়ের ওপর অ্যাডভোকেসি মিটিং অনুষ্ঠিত

পাবনায় হারভেস্টপ্লাস ও ভিআরডিএস এসজিওর আয়োজনে বায়োফার্টিফাইড শস্য উৎপাদন ও স্কেলিং এর উপর অ্যাডভোকেসি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনার খামারবাড়িস্থ প্রশিক্ষণ হলে ২৮ আগস্ট ২০২৪ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ সাইফুল আজম খান, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ সাইফুল আজম খান, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান হলো জিংক। এটি শরীরের জন্য খুব প্রয়োজনীয় এক উপাদান, যা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা বা ইমিউনিটিকে জোরদার করে। তিনি আরো বলেন, আমরা জানি গরু ও ভেড়ার মাংস, সামুদ্রিক মাছ, গরু খাসির কলিজা, লাল আটা-ময়দার রুটি, দুগ্ধজাত খাদ্য, মসুর ডাল, চীনাবাদাম, মাশরুম, ঝিনুকে উচ্চমাত্রায় জিংক রয়েছে। এগুলো উচ্চমূল্যের খাবার যা সকলের সবসময় সাধ্যের মধ্যে থাকে না। এজন্য গবেষণায় বায়োফার্টিফিকেশনের মাধ্যমে ধান, গম, মসুরসহ বিভিন্ন ফসলের মধ্যে জিংকসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান উচ্চমাত্রায় সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে। যা নিয়মিত ভক্ষণ করলে জিংকসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ ড. মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন শরিফ আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), পাবনা; ড. মোঃ আনিসুর রহমান, সিএসও, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা; এ এফ এম গোলাম ফারুক, উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, টেবুনিয়া, পাবনা ও ফকরুন নাহার, নির্বাহী প্রধান, ভিআরডিএস। অনুষ্ঠানে বায়োফার্টিফাইড শস্য উৎপাদন ও স্কেলিংয়ের উপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন ও উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা এর জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বারি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, খাদ্য ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, এনজিওপ্রতিনিধি, হারভেস্টপ্লাস ও ভিআরডিএস এসজিওর কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন

১৬১২৩ নম্বরে

সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
(শুক্রবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

রাজশাহীর সিটি কর্পোরেশনের গ্রীন চত্বরে বিভাগীয় বৃক্ষমেলার শুভ উদ্বোধন

জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের আয়োজনে শহরের রাজশাহীর সিটি কর্পোরেশন গ্রীন চত্বরে বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে রবিবার ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করেন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর বলেন, ভারসাম্য রক্ষা করা। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। প্রত্যেকটি প্রাণীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃক্ষ বা উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। এক কথায় বৃক্ষ ছাড়া পৃথিবীতে জীবজগৎ অকল্পনীয় ব্যাপার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, মো: রফিকুজ্জামান শাহ। জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার জনাব ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করেছেন

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ বাড়ির আঙিনায়, বাড়ির ছাদে ও ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের বক্তব্য দেন রাজশাহী রেঞ্জে ডিআইজি পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, বগুড়া সামাজিক বন অঞ্চলের বন সংরক্ষণের মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, রাজশাহী জেলা নার্সারি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

২৮-৪২তম পর্যন্ত বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে

প্রথম পাতার পর

বাণিজ্যিকীকরণ ও আধুনিকায়ন করতে নির্দেশ দেন নতুন কর্মকর্তাদের। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রশিদ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং) মো: জয়নাল আবেদীন। উক্ত কর্মশালায় সর্বমোট ২৩জন নবীন কর্মকর্তা যোগদান করেন।(রোববার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

কৃষিবিদ ইসরাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

আকস্মিক বন্যাকবলিত জেলাসমূহে কৃষি

প্রথম পাতার পর

আবাদ, বন্যা সহনশীল জাত ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭৯ জাতের আবাদ বৃদ্ধি, ভাসমান বেডে শাকসবজি আবাদের ব্যবস্থা করা, বস্তায় লতাজাতীয় ও মসলা (মরিচ, আদা) আবাদ, নাবী জাতের রোপা আমন, বিআর-২২, বিআর-২৩ এবং স্থানীয় গাইঞ্জা, আবছায়া চাষে, ডাবল ট্রান্সপ্লান্টিং পদ্ধতিতে রোপা আমন চাষ বৃদ্ধি ও ধানের অঙ্কুরিত বীজ সরাসরি বপন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে কৃষি বিষয়ক পরামর্শ নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় হতে কৃষকদের অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো লাখ কৃষক

বন্যায় আমনের ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে কৃষিবিদ একরাম উদ্দিন, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফেনী

২০২৪ সালের ২১ আগস্ট ভারী বর্ষণ এবং ভারত থেকে নেমে আসা ঢলে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ভারত থেকে নেমে আসা ঢল ও টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে ফেনী ও নোয়াখালীসহ দেশের দশ জেলার ৭৭টি উপজেলা প্লাবিত হয়। এছাড়া ভারী বর্ষণ ও অতিবৃষ্টির কারণে উজান থেকে আসা ঢলে দেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের ৫ জেলার নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়।

স্মরণকালের নজিরবিহীন বন্যায় দেশের ১১ জেলার ৫০ লাখ মানুষ পানিবন্দী ও ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তাদের উদ্ধারকাজ, ত্রাণ ও চিকিৎসার জন্য প্রশাসন ছাড়াও সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী কাজ করছে। আর বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির মানুষ। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তরুণ সমাজকে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ নাছির উদ্দিন বলেন - এবারের বন্যায় চট্টগ্রামে ১,৬১২০০, কক্সবাজারে-২০,০০০, নোয়াখালী-১,২৫০০০, ফেনী-১,৬১০০০ ও লক্ষ্মীপুর ৩৩২০০ কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নতুন করে আমন ধান রোপণের আর সময় থাকবেনা, তাই আগাম শীতকালীন ফসলের জন্য চট্টগ্রামে ৮০,০০০, কক্সবাজারে-২০,০০০, নোয়াখালী-৭৫,০০০, ফেনী-৭০,০০০ ও লক্ষ্মীপুর-৬৫,০০০ কৃষককে বীজ সার ও প্রণোদনার জন্য নগদ এক হাজার টাকা অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের ২৪টি জেলার কৃষি ব্যাপকভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছে। এ ছাড়া বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে দেশের ১১ টি জেলার ৫৪১ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ক্ষতি ছাড়াও এসব অঞ্চলের বসতবাড়ি, অবকাঠামো ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ক্ষতি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ন্যূনতম হিসাব বিবেচনায় বন্যায় এ পর্যন্ত বন্যায় সারা দেশে সরাসরি আর্থিক ক্ষতি ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

তাদের মতে, জেলা পর্যায়ে কৃষি বহির্ভূত অন্য খাতে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়। বিশেষ করে ছোট ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন উপখাত এবারের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আবার বন্যা আক্রান্ত জেলাগুলোর আশপাশের জেলাগুলোও ক্ষতির শিকার হয়েছে। বসতবাড়ি ও অবকাঠামো মিলিয়ে এসব খাতে ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে।

আর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতি ছাড়িয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত বন্যায় দেশের অর্থিক ক্ষতি অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম

ময়মনসিংহ সদরে আগাম শিম চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের

বাংলাদেশে শিম একটি অতি জনপ্রিয় শীতকালীন সবজি। এটি একটি লতাজাতীয় গাছ যা অন্য গাছকে বাঁশের খুঁটি বা মাচায় আশ্রয় নিয়ে বেড়ে উঠে। শিম বিভিন্ন জাতের হয়ে থাকে। এটি ফাবাসিয়া শ্রেণীভুক্ত। শিম সরাসরি তরকারি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। শিম পেকে শুকিয়ে গেলে বীজ ভেজে খাওয়া যায়। শিমের বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, শর্করা, আয়রনসহ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থাকায় বাজারে এর চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশি। শিমের বিভিন্ন ধরনের জাত রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-বারি শিম-১, বারি শিম-২, বারি শিম-৩, বারি শিম-৪,

আগাম শীতকালীন সবজি শিম চাষের ক্ষেত

বারি শিম-৫, বারি শিম-৬, বারোমাসি বেগুনী শিম, বাউ শিম-৩, ইপসা-১, বাটা, ছুরি, পুঁটি, রুপবান ইত্যাদি। শিম চাষের উপযুক্ত সময় হচ্ছে গ্রীষ্মকালে চৈত্র (মার্চ) এবং শীতকালে আষাঢ় থেকে ভাদ্র আগাম লাগালে জ্যৈষ্ঠর মাঝামাঝিতে বোনা উত্তম। শিম বেডে বপন করা হলে ৪-৫ হাত পরপর ৩-৪টি বীজ সরাসরি মাটিতে বপন করতে হয়।

সারাদিন রৌদ্র পরে, সুনিষ্কাশিত উঁচু এবং বৃষ্টির পানি সহজেই নিষ্কাশন হয় এমন দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি শিম চাষের জন্য উত্তম। শিম চাষের জন্য জমির জো অবস্থায় ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। এরপর মাদা অথবা বেড তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের আগে ১০-১২ ঘণ্টা বীজ ভিজিয়ে নিলে ভাল। চারার বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে শিমের ডগা পরস্পর প্যাঁচ লেগে যায়। এতে ডগার বৃদ্ধি এবং ফুল ধারণ ব্যাহত হয়। এজন্য প্যাঁচ ছাড়িয়ে দিলে ফলন বৃদ্ধি পায়। শিম চাষের জন্য জমি তৈরির জন্য শেষ চাষের সাথে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সার ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শিম গাছে বিভিন্ন পোকামাকড় ও রোগবালাই এর আক্রমণ দেখা দেয়। যেমন-ফল ছিদ্রকারী পোকা, পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা, জাবপোকা, ফল পচা রোগ, পাউডারি মিলডিউ, মরিচা পড়া রোগ, শিমের উইল্ট রোগ, পাতার দাগ রোগ ইত্যাদি। এসব পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন, প্রপিকোনাজল, টেবুকোনাজল+ট্রাইস্কিবিন, হাইড্রোক্সাইড, কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ঔষধ অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। সর্বোপরি আগাম শিমের ফলন বৃদ্ধি পেতে হলে সঠিক পরিচর্যা, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ, সেচ ব্যবস্থাপনা অপরিসীম, তাহলেই আগাম শিম চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যাবে।

মোঃ খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষিই সমৃদ্ধি

সাম্প্রতিক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও বন্যাপরবর্তী করণীয় বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় ১২ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে

কৃষি প্রণোদনা বাড়ানো ও পুনর্বাসন কর্মসূচি জোরদারের সিদ্ধান্ত

১.অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক, উপজেলা কৃষি অফিসার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারগণের সমন্বয়ে টিম গঠন করে দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে;
২. চলমান কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি জোরদার করতে হবে;
৩.বন্যায় ক্ষতি মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত জাতের আমন ধানের বীজের পর্যাপ্ত সংস্থান ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে;
৪.অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় আপৎকালীন বীজতলা তৈরির কাজ শুরু করতে হবে;
৫. নাবী জাতের রোপা আমন ধান চাষে কৃষকদের পরামর্শ দিতে হবে;
৬. নাবী জাতের ধানের বীজ দেশের বন্যামুক্ত এলাকা হতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৭.বন্যা কবলিত ঝুঁকিপূর্ণ গুদামে রক্ষিত সার নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে;
৮. আগাম জাতের শীতকালীন সবজি উৎপাদনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
৯. বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতার লক্ষ্যেক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;
১০. বন্যাদুর্গত এলাকার কৃষি অফিস সমূহে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়;
১১. বন্যাদুর্গত এলাকার সার্বক্ষণিক তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপনপূর্বক হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করতে হবে;
১২. বন্যাকবলিত এলাকায় সরকারি অফিসসমূহের মালামাল নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।

২২ আগস্ট ২০২৪ সম্মানিত কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এর সভাপতিত্বে অনলাইনে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে এ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ত্রাণ বিতরণ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের উদ্যোগে বন্যার্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য ত্রাণ বিতরণ করেন

নোয়াখালী, ফেনী ও কুমিল্লায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এ বিতরণ কাজে অংশগ্রহণ করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। জানা যায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) ড. মাহবুবুর রশিদ, উপপরিচালক রেজাউল ইসলাম মুকুল, উপপরিচালক কে এম বদরুল হক, সিআই ড. আনিসুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক মো: আরিফুর রহমানের নেতৃত্বে এসব ত্রাণ সংগ্রহ করে বন্যাকবলিত তিন জেলায় বিতরণ করেছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বন্যা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সচিব ও উপদেষ্টার সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করে পরবর্তীতে বন্যার্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন। (রবিবার, ২৫ আগস্ট ২০২৪)

কৃষিবিদ ইসরাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে "Public procurement procedure -এর উপর কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ আয়োজিত

Public procurement procedure প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের সাথে নাটার মহাপরিচালক ও কর্মকর্তাগণ

গত ১-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে ১০ দিনব্যাপী "Public Procurement Procedure" এর উপর কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তরসংস্থার মনোনীত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নানা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমীর মহাপরিচালক মোঃ আব্দুর রহিম। আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ হুজ্জাতুল ইসলাম, উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস), মোহাম্মদ আলম শরীফ খান, উপপরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন), তাপস কুমার ঘোষ, উপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি) ও কোর্স কোঅর্ডিনেটর, পিপিপি, তাহমিনা সুলতানা, সিনয়র সহকারী পরিচালক ও সহকারী কোর্স কোঅর্ডিনেটর, মোঃ আমজাদ হোসেন চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও সহকারী কোর্স কোঅর্ডিনেটর, (পিপিপি) মহাপরিচালক তার বক্তব্যে বলেন সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সকলকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা জানতে হবে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি ও নীতিমালা জানা থাকলে ক্রয় সকলের জন্য সহজতর হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে ক্রয় কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য উক্ত প্রশিক্ষণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার ৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

খুলনার পাইকগাছায় কৃষি পুনর্বাসনের আওতায় ধান ও সবজি বীজ বিতরণ

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের ২২ নং পোল্ডার এলাকায় ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকালে কৃষি পূর্ণবাসন কর্মসূচীর আওতায় এক হাজার ২শত জন কৃষক/কৃষাণীর মাঝে ধান বীজ, ধানের চারা ও সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ বিভাষ চন্দ্র সাহা এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

মো: আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

বরিশালে মাটি ও সবজিতে ভারী ধাতু সংক্রমণ হতে সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বরিশাল নগরীর খামারবাড়িতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্মেলনকক্ষে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের (এসআর-ডিআই) আঞ্চলিক গবেষণাগারের উদ্যোগে বরিশালের মাটি ও সবজিতে ভারী ধাতু সংক্রমণ হতে সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার ২৪ আগস্ট ২০২৪ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসআরডিআইর মহাপরিচালক মো. জালাল উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন এসআর-ডিআইর পরিচালক (সরেজমিন উইং) ড. বেগম সামিয়া সুলতানা। প্রধান অতিথি বলেন, মাটিতে ভারী ধাতু আধিক্যের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এগুলোর কোনোটি প্রাকৃতিক আবার কোনোটি হয় মনুষ্যসৃষ্ট। এর মধ্যে সেচকাজে ব্যবহৃত গভীর নলকূপের পানির মাধ্যমেও আর্সেনিকসহ অন্যান্য ধাতু সংক্রমণের আশঙ্কা আছে। শিল্পাঞ্চলের মাটিতে এগুলোর উপস্থিতি অনেক বেশি। এসআরডিআইর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কাজী আমিনুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে সেমিনারে ডিএই, বিএআরআই, ব্রি, এসআরডিআই, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বিএডিসি, বিএসআরআইর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কৃষক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বিনা উপকেন্দ্র কুমিল্লা কর্তৃক কৃষক ও কৃষাণী প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), উপকেন্দ্র কুমিল্লা কর্তৃক আয়োজিত, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বুড়িচং উপজেলার সহযোগীতায়, বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এর অর্থায়নে বুড়িচং রামপুর ১৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে 'বিনা উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির পরিচিতি, চাষাবাদ ও সংরক্ষণ কলাকৌশল' শীর্ষক কৃষক ও কৃষাণী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিনা উপকেন্দ্র কুমিল্লার ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিনার মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিনা উপকেন্দ্র কুমিল্লার ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ফাহমিনা ইয়াসমিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বিনার পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. ইকরাম উল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লার উপ-পরিচালক কৃষিবিদ আইউব মাহমুদ, তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প কুমিল্লা অঞ্চলের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ মোঃ আবু তাহের ও বুড়িচং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আফরিনা আক্তার। বক্তব্য রাখেন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সুলতানা ইয়াসমিনসহ অন্যান্যরা।

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

রাজশাহীর সিটি কর্পোরেশনের গ্রিন চত্বরে বিভাগীয় বৃক্ষ

চতুর্থ পাতার পর

মালিক সমিতির সভাপতি সাহেদুজ্জামান সরকার সঞ্জু প্রমুখ।

গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজশাহীর সিটি কর্পোরেশনের গ্রীন চত্বরে ২০ দিনব্যাপী বিভাগীয় বৃক্ষমেলা চলবে। মেলায় রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার প্রায় ১০০ নার্সারি স্টল স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে মেলার নার্সরী স্টলগুলো। মেলাতে বিভিন্ন চারাসহ ছাদ বাগান তৈরির সামগ্রী ও অনান্য দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাবে।

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টার সাথে এফএও এর

শেষ পাতার পর

উল্লেখ করে বলেন, বন্যাপরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে এফএও এর সহযোগিতা প্রয়োজন।

এফএও এর প্রতিনিধি জানান, বাংলাদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে এফএও সবসময় সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। এফএও সবসময় বীজ, কৃষি প্রযুক্তি, কারিগরি ও পরামর্শ সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

এফএও এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি আরও বলেন, বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে কৃষি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়িত Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) প্রকল্পে এফএও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের পুষ্টিমান নিশ্চিত হবে। পার্টনার প্রকল্পের ১৮টি কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা হবে বলে এফএও প্রতিনিধিদল সভায় জানান।

কৃষি খাতের বিভিন্ন তথ্য (ডাটা) নিয়মিতভাবে এফএও এর সাথে বিনিময় করার জন্য প্রতিনিধি আগ্রহ জানালে, উপদেষ্টা এ বিষয়ে সবসময় সহযোগিতা করা হবে বলে জানান।

এফএও এর প্রতিনিধি তার সংস্থার এক দেশ এক পণ্য (OCEP-One Country One Product) কর্মসূচির মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের একটি কৃষি পণ্য/ফসল/ফল রপ্তানিতে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের মৌসুমি ফল আম রপ্তানিতে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশে উৎপাদিত অন্যান্য মৌসুমি ফলসহ বিভিন্ন শস্য, রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করণে কাজ করার জন্য এফএও প্রতিনিধিদল আগ্রহ জানালে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমের পাশাপাশি আমাদের প্রচুর কাঁঠালও উৎপাদন হয়, রপ্তানির অগ্রাধিকারে কাঁঠালকেও রাখা যায়। কৃষি পণ্য রপ্তানির বিষয়ে মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে বলে উপদেষ্টা জানান।

বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি উপদেষ্টার সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূতের

শেষ পাতার পর

অবহিত করেন। বাংলাদেশে বসবাসরত জাপানি নাগরিক, জাপানের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প ও ইপিজেডে জাপানের বিভিন্ন শিল্প কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে জাপানের উদ্বেগের কথা জানালে উপদেষ্টা এ বিষয়ে শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।

বৈঠকে জাপান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি ISHIE Hideaki এবং IWASAKI Daichi সহ কৃষি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। (বুধবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। *সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

কৃষি উপদেষ্টার সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ সচিবালয়ে মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত Iwama Kiminori এর বৈঠক

মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) এর সঙ্গে রাজধানীর বাংলাদেশ সচিবালয়ে তার অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত IWAMA Kiminori সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে দুই দেশের কৃষি, পুলিশ, জাপানের নাগরিকদের নিরাপত্তা, রোহিঙ্গা ও দেশের সাম্প্রতিক বন্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

শুরুতে উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, দেশে সাম্প্রতিক বন্যায় আমনসহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী জাপানের সহযোগিতা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রদূত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় জাপানের সক্ষমতার কথা উল্লেখ করে বলেন, জাপান সরকারের 'জাপান প্ল্যাটফর্মের' আওতায় এনজিও এর মাধ্যমে বন্যাদুর্গত এলাকায় বিভিন্ন সেক্টরে সহযোগিতা প্রদান করবে। এ জন্য তার সরকার জাপান প্ল্যাটফর্মকে ২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশ কৃষিতে অধিক উৎপাদন করছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, সরকারের পাশাপাশি জাপানের বেসরকারি খাতও বাংলাদেশের কৃষি খাতের সাথে কাজ করতে আগ্রহী। তিনি বন্যার আগাম পূর্বাভাস ও ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে জাপান সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে উপদেষ্টাকে *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

কৃষি মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করলেন নবনিযুক্ত কৃষি উপদেষ্টা

বাংলাদেশ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন

অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের নবনিযুক্ত মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো: জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন ও মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় কালে উপদেষ্টা মন্ত্রণালয়ের কাজকে গতিশীল ও জনবান্ধব করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

মতবিনিময় সভায় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাংগীর আলম চৌধুরী শুক্রবার রাতে অন্তবর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। তাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।

(রোববার, ১৮ আগস্ট ২০২৪), সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টার সাথে এফএও এর প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

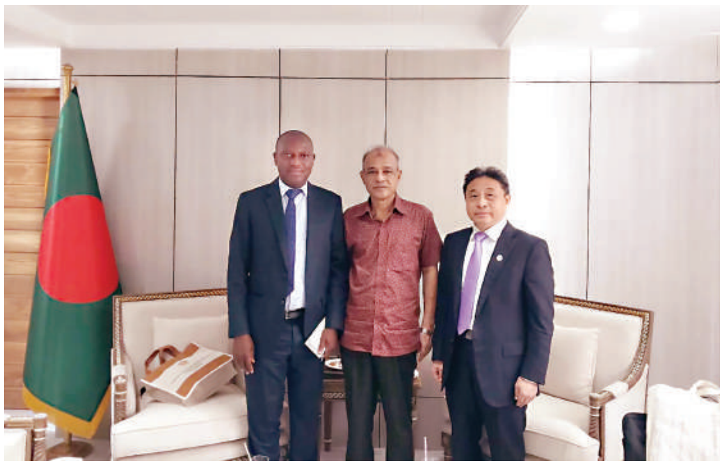

বাংলাদেশ সচিবালয়ে অফিস কক্ষে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এর সাথে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিনিধি ড. জিয়াওকুন শি (Dr. Jiaoqun Shi) এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এর সাথে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিনিধি ড. জিয়াওকুন শি (Dr. Jiaoqun Shi) এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাজধানীর সচিবালয়স্থ অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে দেশের সাম্প্রতিক বন্যায় কৃষির ক্ষয়ক্ষতি, কৃষির উন্নয়নে কারিগরি ও পরামর্শ সহায়তা, কৃষিজ পণ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত হয়।

এফএও অনেক বিষয়ে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছেন উল্লেখ করে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমরা আশা করি এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। উপদেষ্টা সম্প্রতি বন্যায় আক্রান্ত দেশের ২৩টি জেলার মধ্যে ১১টি জেলায় কৃষিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd